দেখব এবার জগৎটাকে

কাজী নজরুল ইসলাম

লেখক পরিচিতি ঃ *কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে, বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কাজী ফকির আহমদ, মাতা জাবেদা খাতুন। শৈশবেই পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অসহনীয় কষ্টের সঙ্গে বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। এর মধ্যে তিনি কখনও 'লোটো' গানের দলে যোগ দিয়ে গান লিখেছেন ও সুর দিয়েছেন আবার কখনও রুটির কারখানাতে কাজ করেছেন। এর পরে; পড়া শুরু হলেও ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে সৈন্যবাহিনীতে হাবিলদার পদে যোগদান করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরে ফিরে এসে সাহিত্য সেবাতেই মনোনিবেশ করেন। তিনি ছিলেন সাম্যবাদী এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে লিখেছেন অজস্র লেখা। এসময়েই 'বিদ্রোহী' নামে কবিতাটি লিখে কারাবরণ করেন এবং 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে পরিচিত হন। তিনি অজস্র কবিতা, গান রচনা করেছেন। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ—'অগ্নিবীণা', 'ফণি মনসা', 'বিষের বাঁশী', 'দোলন চাঁপা', 'চন্দ্রবিন্দু' প্রভৃতি। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ২৯ আগস্ট বাংলাদেশের ঢাকায় তিনি মারা যান।*

থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে,
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ-দেশান্তরে ছুটছে তারা কেমন করে।
কীসের নেশায় কেমন করে মরছে যে বীর লাখে লাখে
কীসের আশায় করছে তারা বরণ মরণযন্ত্রণাকে!
কেমন করে বীর ডুবুরি সিন্ধু সেঁচে মুক্তা আনে,
কেমন করে দুঃসাহসী চলছে উড়ে স্বর্গ পানে।
জাপটে ধরে ঢেউয়ের ঝুঁটি যুদ্ধ-জাহাজ চলছে ছুটি—
কেমন করে আনছে মানিক বোঝাই করে সিন্ধুযানে,
কেমন জোরে টানলে সাগর উথলে উঠে জোয়ার বানে
কেমন করে মথলে পাথার লক্ষ্মী ওঠেন পাতাল ফুঁড়ে,
কীসের অভিযানে মানুষ চলছে হিমালয়ের চূড়ে।
তুহিন মেরু পার হয়ে যায় সন্ধানীরা কীসের আশায়?
হাউই চড়ে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিনপুরে,—
শুনব আমি ইঙ্গিত কোন্ 'মঙ্গল' হতে আসছে উড়ে।

Scanned with CamScanner

রইব নাকো বন্ধ খাঁচায়, দেখব এসব ভুবন ঘুরে
আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-তারায়, সাগর-জলে, পাহাড়-চূড়ে।
আমার সীমার বাঁধন টুটে দশ দিকেতে পড়ব লুটে।
পাতাল ফেঁড়ে নামব আমি, উঠব আমি আকাশ ফুঁড়ে,
বিশ্বজগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে।

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। একই অর্থের আর একটি করে শব্দ যোগ করো ঃ

(ক) জগৎ — ভুবন — বিশ্ব ——
(খ) সিন্ধু — সাগর — পাথার ——
(গ) যুদ্ধ — রণ — সমর ——
(ঘ) সমীর — পবন — বায়ু ——
(ঙ) চন্দ্র — চাঁদ — শশধর ——
(চ) আকাশ — গগন — ব্যোম ——

২। বাক্যগুলির ডানদিকে ঠিকমতো ক্রিয়া বসাও ঃ

(ক) আমি বন্ধ ঘরে থাকব না। তুমি বন্ধ ঘরে — না।
(খ) সে মুক্তা আনে। তুমি মুক্তা —।
(গ) আমি ইঙ্গিত শুনব। সে ইঙ্গিত —।
(ঘ) তারা সব ঘুরে দেখবে। তোমরা সব ঘুরে —।
(ঙ) তোমরা এটি করবে। আমরা এটি —।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

৩। দু'-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) পৃথিবী কীভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে?
(খ) মুক্তা কোথায় পাওয়া যায়? কে খুঁজে আনে?
(গ) হাউই কাকে বলে? হাউই চড়ে মানুষ কোথায় যায়?
(ঘ) দুঃসাহসী মহাকাশচারী কোথায় উড়ে যায়?
(ঙ) সিন্ধু কাকে বলে? সিন্ধু যান কাকে বলে?
(চ) তুহিন মেরু বলতে কী বোঝ?
(ছ) মঙ্গল কী?
(জ) মেরুপ্রদেশ কাকে বলে? কয়টি মেরু? কী কী? X
(ঝ) সমুদ্র কখন উথলে ওঠে? X
(ঞ) থাকব নাকো— রইব নাকো— কথাগুলি কে বলেছেন? X

Scanned with CamScanner

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

৪। সহজ কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) 'কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে'? —ঘূর্ণিপাক কী? এই কথার দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

(খ) 'লক্ষ্মী ওঠেন পাতাল ফুঁড়ে'—এ কথার অর্থ কী?

(গ) 'হিমালয়ের চূড়ে'—এই কথার অর্থ কী?

(ঘ) তুহিন মেরু কী? তুহিন মানে কী?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

৫। নীচের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দাও ঃ

(ক) ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে না থেকে কবি কীভাবে জগৎটাকে দেখবেন বলে ঠিক করেছেন?

(খ) কীসের অভিযানে মানুষ চলেছে হিমালয়ের চূড়ে? হিমালয় অভিযান সম্পর্কে কী জানো?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ

৬। অর্থ লেখ ঃ

বন্ধ, বরণ, যুগান্তরের, অভিযান, দুঃসাহসী, তুহিনমেরু, ঘূর্ণিপাকে, ঝুঁটি, সিন্ধুযানে, সন্ধানীরা।

৭। পদ পরিবর্তন করো ঃ

বন্ধ, জগৎ, বরণ, দুঃসাহসী।

৮। বিপরীতার্থক শব্দ লেখ ঃ

স্বর্গ, বন্ধ, জীবন, চূড়া, আকাশ।

৯। সমার্থক শব্দ লেখ ঃ

আকাশ, পাহাড়, ভুবন, চন্দ্র, সাগর।

১০। বাক্যরচনা করো ঃ

যুগান্তর, বীর, দুঃসাহসী, পাতাল, অভিযান।

দক্ষতামূলক প্রশ্ন ঃ

১১। 'দেখব এবার জগৎটাকে' কবিতার সারমর্ম লেখ।

Scanned with CamScanner

দেখব এবার জগৎটাকে

- কাজী নজরুল ইসলাম

PAGE:
DATE: / /

১/ ক) জগৎ - ভুবন - বিশ্ব - পৃথিবী

খ) সিন্ধু - সাগর - পাথার - সমুদ্র

গ) যুদ্ধ - রণ - সমর - সংগ্রাম

ঘ) সমীর - পবন - বায়ু - বাতাস

ঙ) চন্দ্র - চাঁদ - শশধর - শশী

চ) আকাশ - গগন - ব্যোম - অম্বর

২/ ক) আমি বদ্ধ ঘরে থাকবনা। তুমি বদ্ধ ঘরে থেকো না।

খ) সে মুক্তা আনে। তুমি মুক্তা আনো।

গ) আমি ইঙ্গিত শুনব। সে ইঙ্গিত শুনবে।

ঘ) তারা সব ঘুরে দেখবে। তোমরা সব ঘুরে দেখো।

ঙ) তোমরা ত্রুটি করবে। আমরা ত্রুটি করবো।

৩/ ক) পৃথিবী কীভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে?

=> যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।

খ) মুক্তা কোথায় পাওয়া যায়? কে খুঁজে আনে?

=> সমুদ্রে।

=> বীর ডুবুরীরা।

Scanned with CamScanner

PAGE :
DATE : / /

৩) হাউই কাকে বলে? হাউই চড়ে মানুষ কোথায় যায়?

=> এক ধরনের আতসবাজী বা রকেট।

=> চন্দ্রলোকে।

ঘ) দুঃসাহসী মহাকাশচারী কোথায় উড়ে যায়?

=> ধ্রুবস্থানে।

ঙ) সিন্ধু কাকে বলে? সিন্ধুযান কাকে বলে?

=> সমুদ্র।

=> জাহাজকে।

চ) তুহিনমেরু বলতে কী বোঝ?

=> বরফের দেশ।

ছ) মঙ্গল কী?

=> একটি গ্রহ।

জ) ২/ অর্থ লিখঃ

বদ্ধ- বাঁধা

বরন= রং

সুসাগরের= অন্য সাগর

অভিযান = অজানাকে জানার জন্য যাত্রা।

দুঃসাহসী - বেপরোয়া

তুহিনমেরু = বরফের দেশ

ঘূর্ণিপাকে= ঝড়

চূঁড়ি = চূড়া

সিন্ধুযানে= জাহাজে

সন্ধানীরা= খোঁজকারীরা।

Scanned with CamScanner

PAGE :
DATE : / /

৭/ পদ পরিবর্তন কর:

বদ্ধ - বদ্ধতা , বরণ - বরণীয়

জগৎ - জাগতিক , দুঃসাহসী - দুঃসাহসীকতা

৮) বিপরীত শব্দ:-

স্বর্গ = নরক , জীবন = মরণ

বদ্ধ = খোলা , চূড়া = খাদ

আকাশ = পাতাল

৯/ সমার্থক শব্দ:-

আকাশ = গগন , চন্দ্র = চাঁদ

পাহাড় = পর্বত , সাগর = সমুদ্র

ভুবন = পৃথিবী

১০/ বাক্যরচনা:

যুগান্তর = যুগান্তরে পৃথিবী বদলাচ্ছে,

বীর = আমাদের দেশকে দুঃসাহসী বীরেরা রক্ষা করছে,

দুঃসাহসী = আমাদের দেশকে দুঃসাহসী বীরেরা রক্ষা করছে,

পাতাল = কোলকাতায় পাতাল রেল চলে।

অভিযান = ভ্রমনকারীরা অনেক দুর্গম অভিযানে যায়,

Scanned with CamScanner